শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ

অনেক দূর যেতে হবে

লিখেছেন **মিশায়েল আহ্‌মাদ**

যথারীতি হোয়াইট ওয়াশ হয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ। টেস্টে নাস্তানাবুদ হলেও ওয়ান ডে'তে পজেটিভ খেলেছে, যদিও ব্যবধান ০-৩। কিন্তু এই সিরিজ দলের জন্য ব্যর্থতা বয়ে আনলেও কয়েকটি খেলোয়াড় সফল হয়েছেন। যেমন খালেদ মাসুদ, আশরাফুল, মঞ্জুরুল, বৈশ্য, সরকার, জুবায়ের প্রমুখ।

প্রথম টেস্টে ইনিংস এবং দ্বিতীয় টেস্টে বিশাল রানে দল পরাজিত হয়েছে। অনেকেই দুঃখ পেয়েছেন। আশা করেছিলো দল যেন ড্র করে অন্তত। কিন্তু টেস্ট ম্যাচ বড় কঠিন। আর যদি সেটি হয় দেশের বাইরে। পৃথিবীর সব দেশেরই বিদেশের মাটিতে সাফল্য তুলনামূলক কম। সেখানে আমরা টেস্ট খেলেছি দেড় বছরে ১৩টি। আর প্রথম শ্রেণী ঘরোয়া ক্রিকেটের বয়স দু'মৌসুম। এতো তাড়াতাড়ি সাফল্য আসবে না। অপেক্ষা করতে হবে। এই ক্রিকেটাররাই এসিসি জিতেছে, আইসিসি জিতেছে, বিশ্বকাপে ওয়াসিম আকরামের পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। তারাই অদূর ভবিষ্যতে টেস্ট জিতবে। আইসিসি একদিন হঠাৎ করেই জেতেনি, ২০ বছরের প্রচেষ্টার পরে জয় এসেছে। পাকিস্তানকে হঠাৎ হারায়নি, কয়েকবার হেরে তবে সফল হয়েছে। সে রকমই বিশ্বের সেরা দলগুলোর সঙ্গে নিয়মিত খেলেই একদিন সফল হবে। এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

টেস্ট ম্যাচে খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা চোখে পড়েছে। ২ টেস্টে কোনো শতক নেই, অর্ধশতক ৪টি। দু'জন বোলার সর্বমোট ৫টি করে উইকেট নিয়েছে। এবং দল ৪ ইনিংসে একবারও ২০০ পেরুতে পারেনি। আর শ্রীলঙ্কা ৪০০-৫০০ রান তুলেছে। ব্যাটসম্যানদের চরম টেম্পারামেন্টের অভাব রয়েছে। বড় রানের পার্টনারশিপ তারা দাড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্ষীয়ান আকরাম-আমিনুল ব্যর্থ। বাংলাদেশের জন্য তাদের অবদান অপরিসীম, দেশের মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তাই সেই সম্মান ভালোবাসা অটুট রেখেই তাদের বিদায় নেওয়া উচিত। তাদের সময় শেষ হয়েছে। কালে ভদ্রে ভালো স্কোর করার জন্য তাদের রাখার মানে হয় না। বরং সেই সময়টাতে হান্নান সরকার, এহসানুল, আশরাফুল যা করবে, শিখবে, ভবিষ্যতে দল তার সুফল ভোগ করবে। নতুনদের সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ছাড়া অনুচিত। আর তরুণরাও প্রতিভাবান। নিয়মিত টেস্ট খেললে তারা তাদের প্রতিভা দেখাতে পারবে। হান্নান সরকার অভিষেক টেস্টে করেছেন ৫৫, আশরাফুল ৭৫। দলের বিপদে বৈশ্য ৫২ এবং কাপালি ৩৯ করেছিলো। এছাড়া আল শাহরিয়ার ৬৭। তরুণরা ভালো করেছে। তাদের কোনো জড়তা থাকেনি। এটিই নবীনদের কাছ থেকে বড় পাওনা।

দলে বোলার সঙ্কট ছিলো। দেশ সেরা তিন পেসার মাশরাফি, তারেক আজিক এবং শরিফ আহত। কিন্তু তারা সেরে উঠছেন। শোনা যাচ্ছে দু'মাসের মধ্যেই মাশরাফি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবে। শ্রীলঙ্কায় এদের অনুপস্থিতিতে দলের বোলিং বিভাগ স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল ছিলো। বৈশ্যর বলে লাইন, লেন্থের অভাব আছে। কিন্তু তিনি ভালো করতে পারবেন। তবে কাপালির বলে স্পিন কম, এবং ভেরিয়েশন নেই। ভালো স্পিনার হতে হলে তার এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তালহা জুবায়ের হতাশ করেনি। তবে দলের সেরা বোলার এখনও মঞ্জুরুল। তিনি চমৎকার লাইন-লেন্থে বল করেন। বলে তার নিয়ন্ত্রণ আছে, তাই তিনি সতীর্থদের নিকট শিক্ষণীয়। ভালো সাহায্যকারী পার্টনার পেলে মঞ্জুরুল নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন।

টেস্টে চরম ব্যর্থ হলেও, ওয়ানডেতে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো। ২২৬ ভালো রান। উল্লেখযোগ্য ছিলো স্টাইলিস্ট ইমরানের ৬১ এবং মাসুদের ৫৭। টেস্টের এরকম ব্যর্থতার পর এটি ছিলো অসাধারণ ঘুরে দাঁড়ানো। যদিও পরের ম্যাচে করেছে ৭৬। দেশবাসী ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু এরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সব দলেরই এরকম পরিস্থিতি হয়। শেষ ম্যাচে করেছে ২০০। এখানেও আমরা দেখতে পারি যে দল ৭৬ রানের দুঃস্বপ্নের পর আবার কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দলকে ওয়ানডেতে যথেষ্ট পরিণত মনে হয়েছে তাই। কারণ এই ব্যর্থতাগুলো তাদের কাবু করতে পারেনি। তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পজেটিভ খেলেছে। এমনকি তৃতীয় ম্যাচে তারা জয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাটিং শুরু করেছিলো। যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভাবনীয়। পূর্ণ বোলিং শক্তি থাকলে প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশ ঘুরিয়ে দিতে পারতো। এরকমই কয়েকটি শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে, তবেই সাফল্য। রানাতুঙ্গা একবার বলেছিলেন বাংলাদেশ মাঠে পরে থাকবার জন্য খেলে, জেতার জন্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশ এখন জয়ের জন্য লড়ে। আর ৭৬ নিয়ে হা-পিত্যেশ করার কিছু নেই। এরকম আরও '৭৬' বাংলাদেশ করবে। শক্তিশালী

মাসুদ: বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'

টেস্ট দল হলেও করবে। কারণ এটি ক্রিকেট ' A game of glorius uncertainties'। তবে ওয়ানডে থেকে বোঝা গিয়েছে দলের ম্যাচিউরিটি আসছে। তবে নিয়মিত ভালো খেলার পর্যায় আসেনি। এজন্য প্রচুর খেলতে হবে। যেমন মাসুদ খুব ভালো খেলেছে। দলের অধিনায়ক হয়েও তিনি তার সেরা খেলাটাই দিয়েছেন। হয়েছেন ম্যান অব দ্য সিরিজ। যদিও এর জন্য শ্রীলঙ্কানদের উদারত্বের প্রশংসা করতে হয়। কারণ ৩-০তে হারা পরাজিতদের পুরস্কার আর কেউ দেয় না। কিন্তু মাসুদ অন্যান্যদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। পজেটিভ স্বভাবের কারণে তিনি সফল হলেন। মাসুদের মতোই অধিনায়ক প্রয়োজন। দলকে সুপথে এগিয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে। অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব তার খেলায় কুপ্রভাব ফেলেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার যে দুর্বল বোলিং দিক থাকায় তার করণীয় খুব বেশি কিছু ছিলো না। আরও পরীক্ষা অবশ্য তাকে দিতে হবে। কিন্তু তাকে এখনই পরিণত মনে হয়েছে। ধন্যবাদ মাসুদকে। দেশবাসী তার কাছে এরকম আরও সম্মান চায়, চায় সাফল্য।

দেশ সেরা ব্যাটসম্যান হাবিবুল বাশার-এর সফরটি ছিলো বেশ ঠান্ডা। এই প্রথম তিনি

মঞ্জু: একমাত্র ধারাবাহিক বোলার

টেস্ট সিরিজে কোনো অর্ধশতক করেননি। যদিও এখনও তার টেস্ট গড় ৪০-এর ওপরে। তবে ওয়ানডেতে তৃতীয় ম্যাচে ৫২ করে রানের মধ্যে ফিরেছেন। তিনি বেশ সময় নিয়ে খেলে সেদিন তার ব্যাটিংয়ের পরিচর্চা করেছেন। এরকম ব্যর্থ সিরিজ স্বাভাবিক। তবে যেহেতু তিনি দেশের সেরা তাই তার প্রতি আশাটা একটু বেশি থাকে বরাবর। আশরাফুলের উদ্দেশ্যে বলতে হয় তার এই প্রতিভা যেন তার বাজে টেম্পারামেন্ট কলুষিত না করে। ক্রিজে থাকার অভ্যেস তার করতে হবে, নইলে সমর্থকরা তাকে ক্ষমা করবে না।

টেস্ট ম্যাচের পর খেলোয়াড়দের কমিটমেন্ট নিয়ে কথা উঠেছিলো। কমিটমেন্টের অভাব কেন থাকবে? তাদের বোর্ড যথেষ্ট টাকা দেয়। তাদের স্পন্সর আছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা দেশের যে কোনো ক্রীড়াবিদের থেকে সচ্ছল। তাদের দেশের প্রতি মমত্ববোধ কি কম। নিশ্চয়ই নয়। তবে কেন এই কমিটমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন। এটি ক্রিকেটারদের জন্য অপমানজনক। তাদের এখনও সামর্থ্যের অভাব আছে। তাই বলে দেশের প্রতি ভালোবাসার নয়। দেশবাসী অন্তত তাই বিশ্বাস করতে চায়। তাদেরই প্রমাণ করতে হবে তারা জিততে ভুলে যায়নি। দেশকে তারা ভালোবাসে, দেশের মানুষের ভালোবাসার উত্তর তারা দিতে শিখেছে।

সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কায় হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। অক্টোবরে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলতে। বছর শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসবে। এরকম সিরিজ এখন হবে নিয়মিত। তাই ক্রিকেটারদের ফিটনেস হওয়া চাই ১০০%। তারপর ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের টার্গেট কেনিয়া, নামিবিয়া অবশ্যই। তার পর কোনো এক শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী, হয়তোবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাই আগামী সিরিজগুলো খুব জরুরি। নিজেদের প্রমাণ করতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে।

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3